ও ... ও শিল্পের বিকাশের ফলে সমাজের পূর্ব প্রচলিত আইন-আদেশ ... । শিল্পোন্নত শহরে সমাজ ও প্রথাকে দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে।

⑧ উপসংস্কৃতি : শ্রমবিভাজনের ফলে বিভিন্নতাবাদের সৃষ্টি হয়। এই সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী শ্রেণী সংঘাতের ফলে বিভিন্ন উপসংস্কৃতির জন্ম হয়।

⑨ আত্মকেন্দ্রিক সমাজ : এই সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বার্থকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক। যেখানে 'We feeling' এর পরিবর্তে 'I feeling' লক্ষ্য করা যায়।

⑩ সমাজে মানুষের স্থান : মানুষের মর্যাদা ও স্থান কার্যের ভিত্তিতে না হয়ে অর্থের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

⑪ সমাজে নারীর স্থান : নারী-স্বাধীনতা এই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

⑫ অপরাধপ্রবণতা : সমাজ ব্যবস্থা জটিল হবার সাথে সাথে চুরি ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, বিক্ষোভ, মাদকাসক্তি, জালিয়াতি প্রভৃতি অপরাধপ্রবণতা বাড়তে থাকে।

⑬ রাজনীতির প্রভাব : শিল্প শহরের সমাজ ও সংস্কৃতিকে রাজনীতি অনেকখানি প্রভাবিত করে। শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ফলে শহরের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়।

▨ Evolution of Industrial Society (শিল্প সমাজের বিবর্তন) :—

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পসমাজের বিবর্তন ঘটে চলেছে। যেমন—

① প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা :

⇒ কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রাধান্য।
⇒ কুটির শিল্পভিত্তিক এবং দক্ষতা ও শ্রমনৈপুণ্য নির্ভর।
⇒ মূলধনের প্রয়োজন সামান্য।

② মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা :

⇒ শিল্প ব্যবস্থা মূলত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প নির্ভর।
⇒ শ্রমনৈপুণ্যের পাশাপাশি যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার
⇒ মূলধন স্বল্প থেকে মাঝারী।

Scanned with CamScanner

③ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা:
⇒ শিল্প অর্থনীতির সর্বোচ্চ স্তর।
⇒ ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ।
⇒ উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পব্যবস্থা।
⇒ মূলধন ও আধুনিক যন্ত্রপাতিনির্ভর।
⇒ শিল্পে উচ্চ বিনিয়োগ প্রয়োজন।

Influence of Industrial Economy (শিল্প অর্থনীতির প্রভাব):

কোনো বস্তু বা কাঁচামালকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগি করে তোলাকে শিল্প বা শ্রমশিল্প বলে এবং এরূপ শিল্প নির্ভর অর্থনীতিকে শিল্প অর্থনীতি বলে। এর প্রভাব গুলি হল-

① উন্নততর জীবনযাত্রা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি: শিল্পায়নের ফলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে। দেশের অন্তঃ ক্রয়-বিক্রয় ও রপ্তানীর সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়।

② জীবিকার পরিবর্তন: শিল্পায়নের ফলে বহু জনগণ প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ থেকে শিল্প সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত হওয়ায় তাদের জীবিকার পরিবর্তন ঘটে।

③ শিক্ষার মানোন্নয়ন: শিল্প অর্থনীতি সমাজের পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটায়। রাস্তাঘাটের উন্নতির পাশাপাশি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ফলে সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটে।

④ জমির সংকোচন: উন্নত শিল্পাঞ্চলগুলিতে শিল্প এলাকার সম্প্রসারণের ফলে জমির ক্রমশ সংকোচন ঘটতে দেখা যায়। আর এই সম্প্রসারণের সুযোগ যদি সীমিত হয়, শিল্প অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

⑤ জনসংখ্যা বৃদ্ধি: শিল্প অর্থনীতি প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে ফলে এই অঞ্চলে প্রচুর মানুষের পরিব্রাজন ঘটে। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

⑥ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন: অনেক শিল্প এলাকা সৃষ্টি হয়, যাকে ঘিরে থাকে শ্রমিক বসতি। অনেক স্থানে জলাভূমি বোজে করে সৃষ্টি হয় কলকারখানা বিভিন্ন রাস্তাঘাট।

⑦ নগরায়ন: শিল্প অর্থনীতি যত সমৃদ্ধ হয় নগরায়নের সুযোগ-সুবিধা তত বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখো | Civil Society (সভ্য সমাজ): সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে কিছু নতুন রীতিনীতি, সংস্কৃতি, আর্থিক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করে যে সমাজ গড়ে ওঠে সভ্যসমাজ (Civil Society) বলে। এই সমাজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিল্পে উন্নত হয়। বর্তমানে নগরীয় সমাজ (Urban Society) উচ্চ শ্রেণির সভ্য সমাজের উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

 # অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য :— (i) খামার অত্যন্ত মূলত এবং কৃষিক্ষেত্রনির্ভর বিশাল খামার, যার ক্ষেত্রফল 300 থেকে 800 একরের মধ্যে থাকে।

(ii) জমির ব্যবহারযোগ্যতা বাড়াতে উপযুক্ত সুষম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পতিত জমিকেও আবাদি জমিতে পরিণত করা যায়।

(iii) উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় যান্ত্রিকীকরণ।

(iv) ধান চাষের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(v) মাথাপিছু শস্য উৎপাদনের পরিমাণে কম হলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে।

(vi) মূলত রপ্তানি বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই শস্য উৎপাদন করা হয়।

(vii) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বাজার ও বন্দরের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং সংগ্রহমূল্য ও বিক্রয়মূল্য সরকারি নীতি দ্বারা প্রভাবিত।

(viii) নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ বা বিশেষজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাই কৃষিব্যবস্থা মূলত প্রয়োগমুখী।

(ix) শস্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য সমান কম হওয়ায় কৃষি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

 # সামাজিক বৈশিষ্ট্য :— (i) অত্যন্ত আধুনিক ও নবীন কৃষিব্যবস্থা।

(ii) মাথাপিছু জমির পরিমাণ বেশি হওয়ায় কৃষকদের আয় বেশি, তাই অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(iii) কৃষকেরা অত্যন্ত শিক্ষিত এবং এইসব স্থানে প্রায় 100% মানুষই সাক্ষর, তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়।

Characteristics of Agrarian Society in India :—

কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সমাজে মানুষের মূল অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয় তাকে কৃষিসমাজ (Agricultural Society) বলা হয়। ভারত হল কৃষির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা উন্নয়নশীল একটি দেশ। ভারতের অধিকাংশ গ্রামগুলি কৃষিভিত্তিক। ভারতীয় গ্রামের অধিবাসীরা কৃষির ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং জীবনযাপন করে চলেছে। এই ভারতীয় গ্রামগুলিতে কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক কার্যাবলী যেমন পশুপালন, মৎস্যচাষ, বনজ সম্পদ আহরণ প্রভৃতির গুরুত্ব লক্ষণীয়।

> **জেনে রাখো** কৃষি অর্থনীতি :
> কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে যে অর্থনীতি পরিচালিত হয় তাকে কৃষি অর্থনীতি বলে। কৃষিই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বা অধিকাংশ মানুষের জীবিকা এবং জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

ভারতীয় কৃষিসমাজের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি হল—

(i) **কৃষি বৃত্তি** —ভারতীয় গ্রামসমাজের জনগণ মূলত কৃষিজীবী। কৃষিকাজই মানুষের প্রধান জীবিকা।

Scanned with CamScanner

ⓑ Industrial & Urban Society

শিল্প ও নগর সমাজ

আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ কারিগরি প্রকৌশল, শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিনির্ভর সংযোগ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠা শুরু হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির বিপরীত ও সেতুবন্ধন এই সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। পারিবেশগত নিয়ামকের প্রভাব এই সমাজের উপর বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে তত প্রবল নয়। কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য — অর্থনীতির এই তিনটি প্রধান অঙ্গ এবং এদের পরিপূরক অবস্থায় আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

> **মনে রাখো** | **Urban Society (নগরীয় সমাজ):** এটি জনসমষ্টির বৃহৎ সমাজ যেখানে অধিবাসীরা প্রধানত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। নগরবাসী জনঅধিবাসীগণ নগর সমাজ গঠন করে।

Characteristics of Modern Urban-Industrial Society:

শিল্প-সমাবেশ ও নগরায়ণের ফলে শহর বা শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মানুষের সমাবেশ ঘটে। ফলে তাদের পরস্পরের ভাব-সংস্কৃতির সংযোগ ও আদানপ্রদান এবং পাশাপাশি বসবাসের মধ্য দিয়ে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকে আধুনিক শিল্প সমাজ বা Urban-Industrial Society বলে। এই সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

① **উন্মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা :** শহরে ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ থাকায় বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের আগমন ঘটে। সমাজে নতুন নতুন রীতি নীতি, আচার-আচরণ তৈরী হয় এবং এর ফলে সমাজব্যবস্থা উন্মুক্ত হয়।

② **মিশ্র জনসম্প্রদায়, মিশ্র সংস্কৃতি :** শিল্প স্থাপনের কারণে আশেপাশের মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য শহরে বসবাস শুরু করে। এর ফলে মিশ্র সম্প্রদায়ের লোকজন মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

③ **বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা :** শহরে অবস্থিত শিল্প কারখানার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া শহরে সেবামূলক কার্যাবলীরও প্রাধান্য দেখা যায়। তাই উৎপাদনে ভিন্নতা দেখা যায়।

④ **মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো :** জনগণ আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় এই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোও মজবুত হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবস্থা দেখা যায়।

⑤ **শ্রমবিভাজন :** আধুনিক শিল্পসভ্যতায় শ্রমবিভাজন যোগে সমাজের মতো উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার ফলে কার্যক্ষেত্রে শ্রম-বিভাজন সৃষ্টি হয়। তাই সমাজে শ্রমিক শ্রেণি, মালিক শ্রেণি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণির সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

② **যৌথ পরিবার ব্যবস্থা :** ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের পরিবারগুলিতে অন্ন সংস্থানের মূল উৎস কৃষিকাজ হওয়ায় যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

③ **সমষ্টিগত চেতনা :** গ্রামীন বসতির প্রতিটি সদস্যের মধ্যে একটি গভীর ঐক্যবোধ থাকে। তারা প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনে এবং জানে। তাদের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরন প্রভৃতি প্রায় অভিন্ন।

④ **সরলতা :** গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাবত সহজ সরল এবং তাদের আচার-আচরন স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতাবর্জিত।

⑤ **ধর্মাচার :** ভারতীয় গ্রাম্য বসতির অধিবাসীজন ধর্মভীরু হয়। বিভিন্ন দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনধারা আবর্তিত হয়।

⑥ **দারিদ্র্যতা :** ভারতীয় গ্রাম্য অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব হওয়ায় দারিদ্র্যতা এদের নিত্যসঙ্গী। তাদের দৈনিক আয় অত্যন্ত কম হওয়ায় এদের খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থান অনুন্নত ধরনের হয়।

⑦ **অশিক্ষিত সমাজ :** ভারতের গ্রামীন বসতিগুলিতে নিরক্ষরতার হার অত্যন্ত বেশি। অশিক্ষা ও অজ্ঞতা ভারতীয় কৃষিসমাজের একটি বড়ো সমস্যা।

⑧ **রক্ষনশীল সমাজ :** রক্ষনশীল জনসমাজ ভারতীয় গ্রাম্যবসতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সনাতন প্রথা ও ঐতিহ্যের সাথে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সামাজিক কোনো পরিবর্তনকে এরা সহজে স্বীকার করতে পারে না, উল্টে তার বিরোধীতা করে।

⑨ **বৃত্তিগত বিন্যাস :** কৃষিভিত্তিক সমাজে চাষবাদের সাথে সাথে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য পশুপালন, মৎস্যচাষ ও অন্যান্য সহযোগী পেশা গ্রহন করে থাকে। পেশাবিভাজন কৃষিভিত্তিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

⑩ **একাত্মবোধ :** সমাজ মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রেম ও সংহতির অস্তিত্ব তথা 'আমরাবোধ' (We feeling) গড়ে ওঠে।

⑪ **ধীর উন্নয়ন গতি :** গ্রামীন কৃষি অর্থনীতি যেহেতু দুর্বল এবং উদ্বৃত্ত প্রায় থাকে না তাই গ্রাম্য উন্নয়নের হারও হয় মন্থর।

তবে বর্তমানে আধুনিক কৃষিসমাজ ব্যবস্থায় শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অত্যাধিক প্রয়োগ প্রভৃতি এই সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

 # জেনে রাখো মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী C.H. Cooley 1901 সালে প্রকাশিত তাঁর "Social Organisation" গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে সবার আগে পারস্পরিক একাত্মতা (mutual identification) তৈরী হয়। যেমন লেখার টেবিলে সমষ্টির তৈরী হয় তেমনি সমাজের মধ্যে ব্যক্তি মিশে যায়। Cooley একেই "Fusion of Individualities in a common Whole" বলেছেন।

Scanned with CamScanner

কৃষিকাজ মূলত একটি সংগঠিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। এই কাজ শুধু জমি থাকলেই চলে না, লাঙল তৈরির জন্য কামার বা হাল তৈরির জন্য ছুতোর এর দরকার হয়। তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে একাধিক পেশা বা বৃত্তিজীবীর গড়ে ওঠা শুরু হয়। এর ফলে সমাজে শ্রমবিভাজন (division of Labour) সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এই নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত মানুষের কাজের সুবিধার জন্য একই জায়গায় বসবাস শুরু করার ফলে গ্রামীণ জনবসতির মধ্যে পেশাভিত্তিক পাড়া বা এলাকারও সৃষ্টি হয়। যেমন— ছুতোর পাড়া, কামার পাড়া ইত্যাদি।

কৃষিকে কেন্দ্র করে পেশার বিভাজন সমাজে বর্ণাশ্রম বা শ্রেণি Order class গড়ে তুলেছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

মানুষের অর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার উদ্ভবে এই কাজের শুরুতে বিনিময় বা barter প্রথার চল ছিল। পরে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হবার ফলে বিনিময় প্রথা অবলুপ্ত হয় এবং মুদ্রাভিত্তিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

> **জেনে রাখো** | কৃষিভিত্তিক সমাজের আদি উৎসস্থল: কৃষিকাজের নবলব্ধ জ্ঞান বিশ্বের যে যে অঞ্চলে মানুষকে সর্বপ্রথম স্থায়ী বসতি এবং প্রাথমিক অর্থনীতির সন্ধান দিয়েছে, সেগুলি হল—
> # টাইগ্রিস নদী অববাহিকার কুর্দিশ পাহাড় সংলগ্ন এলাকা।
> # জর্ডন উপত্যকার জেরিকো মরূদ্যান;
> # কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী বেল্ট এবং হটকেভ অঞ্চল;
> # ইউফ্রেটিস নদীর নিম্ন অববাহিকা;
> # মিশরের নীলনদের নিম্ন অববাহিকা;
> # বেলুচিস্তান ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল;
> # পশ্চিম তুর্কমেনিস্তানের জিটুন এলাকা ইত্যাদি।

Classification of Agrarian Society (কৃষি সমাজের শ্রেণিবিভাগ):

③ যাযাবরী পশুপালন (Nomadic Herdings)

ⓒ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা (modern Socities) :—

① পশুপালনসহ মিশ্র কৃষি (Mixed farming with Animal Herdings)

② দোহ-কৃষি (Dairy Farming);

③ শস্য খামার (Crop farming):

ⓐ ভূ-মধ্যসাগরীয় কৃষি (mediterranean agriculture)

ⓑ উদ্যান-কৃষি (Horticulture)

ⓒ দানাশস্য খামার (Grain farms)

ⓓ তুলা খামার (Cotton farming)

④ বাণিজ্যিক পশুচারণ (Commercial Livestock Ranching)

⑤ বাগিচা কৃষি (Plantation Agriculture)

ⓐ পানীয় ফসল চাষ (Beverage Crop cultivation)

ⓑ ফলবাগিচা (Fruit gardens)

ⓒ শিল্পের কাঁচামাল (পানীয় ও ফলমূল) (Industrial Crop cultivation except beverage and fruits crops)

⑥ কাঁচ ঘরে চাষ (Green house cultivation)

⑦ কৃষি বনসৃজন (Agro-forestry)

ⓐ সিলভিকালচার (Silviculture)

ⓑ আনবারি কালচার (Anbari culture)

ⓒ শক্তি-বাগান (Energy plantation)

ⓓ অন্যান্য কৃষি বনসৃজন (other agro-forestry)।

▨ প্রধান দুই প্রকার কৃষিকাজ— জীবিকাসত্তাভিত্তিক ও বাণিজ্যিক :—

① জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি (Subsistence Farming) :—

জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিব্যবস্থায় মূলত জীবনধারণের প্রয়োজনে শস্য-উৎপাদন করা হয়। এটি হল প্রাচীনতম বা আদিম কৃষিকাজ। এশিয়া অঞ্চল ঘনবহুল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্বভাগে জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষির প্রচলন বেশি। এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে বর্ণিত হল—

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য : (i) এক্ষেত্রে গড় উষ্ণতা 20°–30° C প্রয়োজন হয়।

(ii) বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত 150 সেমির বেশি।

(iii) উর্বর পলি বা জলযুক্ত দোআঁশ মৃত্তিকার উপস্থিতি।

(iv) নদীসংলগ্ন সমভূমি বা সমতল নিম্নভূমি অঞ্চলে মূলত এই ধরনের কৃষিকাজ হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য : (i) চাহিদার তুলনায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম।
(ii) কৃষিজমি ছোট এবং বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির।
(iii) কৃষিশ্রমিক সহজলভ্য, মূলত ও মজুরী কম।
(iv) কৃষিক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারত্ব দেখা যায়।
(v) উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকতার অভাব, এবং পশু ও শ্রমিকশক্তির প্রাধান্য।
(vi) ফসলের উৎপাদন ব্যয় বেশি ও মাথাপিছু উৎপাদন কম।
(vii) কৃষিতে সামগ্রিকভাবে সাফল্যলাভের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীলতা।
(viii) প্রধান শস্য ধান যা মূলত নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্যই চাষ হয়, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নয়।
(ix) চীন, ভারতে বর্তমানে বহুফসলি কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য : (i) এই ধরনের কৃষিকাজকে নির্ভর করেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল।
(ii) জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায়।
(iii) খরা ও বন্যার কারণে শস্যহানি বা উৎপাদন কম হলে বহু মানুষকে দুর্ভিক্ষ বা অনাহারের কবলে পড়তে হয়। কারণ এই কৃষিব্যবস্থা মূলত জনবহুল দেশগুলিতেই গড়ে উঠেছে।
(iv) কৃষিক্ষেত্রে শস্য বোনা বা ধানের মাড়াই নবান্ন, বিহু বা পোঙ্গল এর মতো নানান ধর্মীয় আচারগুলি এবং উৎসব পালন করা হয়।

② বাণিজ্যিক কৃষি (Commercial Agriculture):

বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থায় কৃষিজমির পরিমাণ বিশাল হয় এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের স্বল্প জনসংখ্যা সম্বলিত অঞ্চলগুলিতে এর প্রাধান্য দেখা যায়। মূলত রপ্তানী বাণিজ্য নির্ভর এই কৃষিব্যবস্থা পুঁজি বিনিয়োগ নির্ভরশীল এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বাণিজ্যিক কৃষির প্রচলন বেশী। এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়—

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য : (i) বার্ষিক গড় উষ্ণতা 10°– 20°C।
(ii) বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত 50 cm – 100 cm।
(iii) উর্বর চার্নোজেম মৃত্তিকা বা জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ।
(iv) খুব কম ঢালযুক্ত সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

Evolution of Human Society

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন

Manojit Haldar
M.Sc In Geo (K.U), B.Ed

সমাজবদ্ধ মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল তার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে মানব সমাজের বিবর্তন ঘটতে থাকে। মানব সমাজের এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে আমরা কতকগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাব—

1. সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সরল থেকে জটিলের দিকে যাচ্ছে।
2. সমজাতীয় সমাজ থেকে বিষমজাতিবিশিষ্ট সমাজ।
3. ধারাবাহিক ভাবে এবং ধীরগতিতে এই সামাজিক বিবর্তন ঘটছে।
4. সামাজিক প্রকৃতির ক্রমপর্যায়িক পরিবর্তন ঘটছে।
5. ক্ষুদ্র সমাজ ব্যবস্থা থেকে বৃহদাকার সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটছে।
6. বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।
7. মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তি কতটা উন্নত বা অনুন্নত তার উপর।

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সিলেবাস অনুসারে আমরা এখন আলোচনা করবো।

(A) Hunting and Gathering
(শিকার এবং সংগ্রহ)

মানব সভ্যতার আদি পর্বে, পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ যখন একবন থেকে অন্য বনে ফলমূল সংগ্রহ করতো বা পশু-পাখি, মাছ শিকার করতো তখন মানুষ ছিল যাযাবর। তার জীবন ছিল পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ও প্রাকৃতিক। এর সেই যাযাবর জীবনেও যৌথ প্রচেষ্টা এবং সাম্যের ভিত্তি অনুসরণ করা হতো। কারণ যে খাবার তারা সংগ্রহ করতো, তা সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হত। যেহেতু মানুষ তখন সঞ্চয় করার প্রয়োজন অনুভব করেনি, তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ বা অধিকার তৎকালীন সমাজে ছিল না। এর ফলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমাজ স্বীকার করতো না। গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিটি মানুষের সুরক্ষা ও সমান অধিকার সমাজে স্বীকৃত ছিল। এছাড়া সমাজে প্রবীনরা তাদের অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষ মর্যাদা পেত। গোষ্ঠী পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবীনরা ও সবলরা নেতৃত্ব দিত।

এইভাবে আহরণভিত্তিক সমাজে মানুষের সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্য (Cultural Landscape) গড়ে ওঠার কাজ শুরু হয়।

Scanned with CamScanner

Primitive Collectors (আদিকালীন সংগ্রহকারী) :—

সভ্যতার উন্মেষলগ্নে মানুষ তাদের চাহিদা পূরণের জন্য কিছু আদিম বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও কিছু অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই পেশা এখনও দেখা যায়, তাদের আদিকালীন সংগ্রহকারী বলে।

⇒ **Occupation** : ① বনজ ফলমূল সংগ্রহ (Gathering),
② বন্য পশু শিকার (Hunting),
③ সমুদ্র ও জলাশয় থেকে মৎস্যশিকার (Fishing)।

এইরূপ আদিকালীন সংগ্রহকারীর জীবনযাপন উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার উত্তরপ্রান্তে মেরু প্রদেশের তুন্দ্রা অঞ্চলে আজও দেখতে পাওয়া যায়। তুন্দ্রা অঞ্চল ছাড়া উত্তর মেক্সিকো এবং কঙ্গো ও আমাজন অববাহিকার স্থানে স্থানে, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা, বেচুয়ানাল্যান্ডের সীমান্তে, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের কোনো কোনো অংশে, বঙ্গোপসাগরের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ জীবনযাপনপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়।

আমাজন অববাহিকার বিভিন্ন উপজাতির জীবিকা :—

উপজাতির নাম	জীবিকা

অন্যান্য কিছু অঞ্চলের আদিকালীন সংগ্রহকারীর জীবিকা :

- → ইন্দোনেশিয়ার সেমাংজন মালয়েশিয়ার জঙ্গলের ফাঁদ, বিষাক্ত তীর-ধনুক ও বাঁশ বর্শা দিয়ে ছোট পশু ও পাখি শিকার করে থাকে।
- → তুন্দ্রা অঞ্চলের এস্কিমোগণ মাংস ও মৎস্যাদি শিকার করে, গ্রীষ্মে ভ্রমণকালে ফলমূল ও খাদ্যসমূহ সংগ্রহ করে রাখে।
- → কালাহারি মরুভূমির বুশম্যানরা বিভিন্ন বন্য প্রাণী শিকার, যেমন— বলগা হরিণ, সামুদ্রিক প্রাণী, মৎস্য, মহিষ ইত্যাদি শিকার করে থাকে।

জেনে রাখো : **Food gathering Economy বা খাদ্য সংগ্রাহক অর্থনীতি :**
আদিকালীন সংগ্রহকারীর যে অর্থনীতি তাই হল খাদ্যসংগ্রাহক অর্থনীতি। এটি একটি প্রাচীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি।

(B) Pastoral Nomadism
(যাযাবরী পশুপালন)

পশুপালক সমাজ কী?

আহরণভিত্তিক সমাজের পর পশুপালক সমাজের উদ্ভব হয়। বন্যপ্রাণীকে পোষ মানিয়ে এবং পোষা জীবজন্তু থেকে দুধ, মাংস, পশম, চামড়া সংগ্রহ করে এই পর্বে মানুষ জীবনধারণ করতো। বন্যপ্রাণীকে পোষ মানানোর আলাদা প্রক্রিয়াকে 'domestication of animal' বলা হয়। এই পর্যায়েও মানুষ ছিল যাযাবর। তবে আগের পর্বে মানুষ শুধু খাদ্যের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু এই পর্যায়ে পালিত পশুর চারণভূমির সন্ধানে মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

সমাজের উদ্ভবের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় এই পর্বে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পদের অধিকার সমাজের কাছে দাবী করেছে। সমাজও এই দাবী স্বীকার করে নেওয়ার ফলে পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি ও সম্পদের বিনিময় শুরু হয়েছে। এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর সম্পদ বিনিময় চালু হয়েছে। সুতরাং সামাজিক বৈষম্য এবং শ্রেণীবাদী ইত্যাদি পশুপালক সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

যাযাবরী পশুপালক কারা?

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় তৃণভূমিতে এবং মরু তৃণভূমিতে যারা যাযাবরী প্রথায় পশুর পাল নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাচল করে তাদের যাযাবরী পশুপালক বলে।

Scanned with CamScanner

পশুপালক যাযাবরবৃত্তি সম্পর্কে আরো কিছু জানো :

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রে এবং মরুভূমি প্রদেশের তৃণভূমিতে পশুর দল নিয়ে যাযাবর গোষ্ঠী দেখা পাওয়া যায়। যেখানে সেইসময় যতদিন পর্যন্ত তৃণ ও জল নিঃশেষিত না হয় ততদিন পর্যন্ত তারা অবস্থান করেন। ঐ স্থানে তৃণ ও জল ফুরালে নতুন তৃণক্ষেত্র ও জলের উৎস সন্ধানে গমন করেন। পশুগুলির মধ্যে ছাগল ও ভেড়াই প্রধান। তবে মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমিতে চমরী গাই (Yak), মরুভূমিতে উট, মেরু প্রদেশে বলগা হরিণ প্রতিপালিত হয়।

এক স্থান থেকে অন্য আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াবার জন্য এরূপ যাযাবরদের সঠিক নির্দিষ্ট ঠিকানা কিছু থাকে না। তারা তাঁবুতে বাস করেন এবং তাঁবু গুটিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। পশুজাত খাদ্য যেমন- দুধ, পনীর, মাখন প্রভৃতি তাদের খাদ্য হলেও কখনো কখনো মাংস খায়। এদের পশুর দলই তাদের প্রধান সম্পদ। দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পশমের পরিবর্তে পশুপালকগণ কিছু কিছু খাদ্যশস্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন।

> **মনে রাখো** | **Transhumance :**
>
> পশুপালক যাযাবরদের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনকে Transhumance বা ঋতুভিত্তিক যাযাবরবৃত্তি বলে।
>
> পার্বত্য অঞ্চলে এই বিশেষ যাযাবরবৃত্তি দেখা যায়। এখানে পশুপালক যাযাবরদের অনুভূমিক স্থানান্তর পরিবর্তে উল্লম্ব স্থানান্তর ঘটে। অর্থাৎ শীতকালে পর্বতের উচ্চ অংশ বরফে ঢেকে যায় তখন পশুপালকগণ পশুর পাল নিয়ে পর্বতের নীচু অংশে নেমে যান। বসন্তকালে বরফ গলতে শুরু করলে পুনরায় তারা পর্বতের উঁচু অংশে তৃণের সন্ধানে উঠে যান।

কিছু পশুপালক যাযাবরগণ —

- # আরবের — বেদুইন,
- # রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলের - কিরঘিজ
- # পূর্ব আফ্রিকার সাভানা তৃণ-অঞ্চলের — মাসাই,
- # কেনিয়ার উত্তরাংশের — কিকুয়ু
- # মেক্সিকোর তৃণাঞ্চলের — নাভাজো,
- # ভারতের কাশ্মীর হিমালয়ের - গুজ্জর,

> **মনে রাখো** | **Crude Forms of Activities** (অমার্জিত কার্যাবলি)
>
> এটি হল সেই ধরনের কার্যাবলি যা প্রকৃতির সাথে সরাসরি যুক্ত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ আহরণ করে। সকল মানুষের প্রাচীন জীবিকা সংক্রান্ত অর্থনীতি এই অমার্জিত কার্যাবলির অন্তর্গত।
>
> এগুলি হল — ① খাদ্য সংগ্রাহক অর্থনীতি, এবং ② পশুপালক যাযাবরবৃত্তি।

পশুপালনবৃত্তির বৈশিষ্ট্য :—

① পশুচারণ স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রকৃতির।

② ভ্রাম্যমান পশুপালকগণ তৃণ ও জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান।

Scanned with CamScanner

③ পশুপালন যাযাবরবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে অনুনিয়ন্ত্রিত।
④ ভ্রাম্যমান পশুপালন বৃত্তিতে সামগ্রিকভাবে অনুভূমিক ও উল্লম্ব পরিব্রাজন ঘটতে দেখা যায়।
⑤ পশুজাত দ্রব্যই প্রধান উৎপাদন।
⑥ খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রেও পশুজাত দ্রব্যই প্রধান।
⑦ স্থায়ী অধিবাসীদের সাথে পশুজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে।
⑧ অধিকাংশ স্থায়ী গ্রামে বাস করলেও কোনো কোনো ভ্রাম্যমান পশুপালকদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকে না।

ⓒ Agrarian Society
(কৃষিভিত্তিক সমাজ)

উদ্ভিদজগতকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টা যেদিন মানুষ লাভ করেছে সেদিন থেকে উদ্ভিদ জগতের গৃহপালিতকরণ (domestication of plant) প্রক্রিয়াও শুরু হয়। বস্তুত উদ্ভিদজগতকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করা এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ী বীজ থেকে শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছে। ফলে খাদ্য সংগ্রাহকদের ভূমিকা থেকে মানুষ খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছে।

জেনে রাখো | কৃষিভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য:

① কৃষিপ্রধান এই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
② গ্রামীণ সম্প্রদায় ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।
③ কৃষি সমাজে জমির মালিকানা বিভিন্ন উপায়ের হয়ে থাকে।
④ এই সমাজে পরিবার মৌলিক অর্থনৈতিক একক হিসাবে কাজ করে।
⑤ এই সমাজে জীবন আত্মনির্ভরশীল লক্ষণীয়।
⑥ জীবনযাপনে সরলতা ও একরূপতা লক্ষণীয়।
⑦ গ্রামীণ কৃষি সমাজে নিজস্ব প্রথা, রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের মহত্ব রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে কৃষিকাজ শুরু করার ফলে মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে নিজের প্রয়োজন মতো স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেছে। এর ফলে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে এই গ্রামীণ সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল। পরে অন্য সামাজিক প্রয়োজনে সমাজের ওপর পুরুষের শাসন চালু হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে আরও বলা দরকার যে যেহেতু সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ এর জন্ম হয়েছিল পূর্ববর্তী পশুপালক সমাজে, তাই কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে জাতিগত ভেদ এবং ধনের বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner